জাবির সংকট নিরসনে সরকারকেই ব্যবস্থা নিতে হবে

মোহাম্মদ শাহজাহান

| ঢাকা , মঙ্গলবার, ১২ নভেম্বর ২০১৯

তিন মাস ধরেই জাহাঙ্গীরনগর (জাবি) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের বিরুদ্ধে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে উপাচার্যের (ভিসি) মধ্যস্থতায় ছাত্রলীগকে বড় অঙ্কের আর্থিক সুবিধা দেয়ার তদন্তের দাবিতে ২৩ আগস্ট (২০১৯) এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সাতাশ দিনের মাথায় ১৮ সেপ্টেম্বর এ আন্দোলন উপাচার্যের পদত্যাগ দাবির আন্দোলনে রূপ নেয়। আন্দোলনকারীদের বেধে দেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভিসি পদত্যাগ না করায় ২ অক্টোবর আন্দোলন মোড় নেয় ভিসিকে অপসারণের দাবিতে। ১০ দিন উপাচার্যের কার্যালয় অবরুদ্ধ রাখার পর ৪ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যা থেকে আন্দোলনকারীরা ভিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান নেন।

বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদকে হত্যার পর দেশের মানুষ আশা করেছিল, ছাত্রলীগের সন্ত্রাস ও গুণ্ডামী কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। যথা পূর্বং তথা পরং। ৫ নভেম্বর মঙ্গলবার সকালে জাহাঙ্গীরনগর

বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের অপসারণের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগ। এ হামলায় আটজন শিক্ষকসহ অন্তত ৩১ জন আহত হয়েছেন। এ সময় দায়িত্ব পালনকালে মারধরে শিকার হন বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন সাংবাদিক। হামলার পর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা ও শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিলেও তারা তা মানেননি। আন্দোলনকে পুঁজি করে ‘শিবির নাশকতা চালাতে পারে’- এ আশঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয় কর্তৃপক্ষ। ছাত্রলীগের হামলা ও হঠাৎ করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার প্রতিবাদে আন্দোলনকারী-শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চত্বরে বিকেল থেকে বিক্ষোভ করেন। পাশাপাশি উপাচার্যপন্থি শিক্ষক ও হামলাকারী ছাত্রলীগ উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান নেয়। রাত সাড়ে ৮টার দিকে আন্দোলনকারী এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা মিছিল করে বিভিন্ন আবাসিক হলের সামনে যান। এক পর্যায়ে আন্দোলনকারীদের মধ্যে থেকে ছাত্রীরা হলের ফটকের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে ছাত্রীদের বের করে এনে আন্দোলনে যোগ দেয়ার আহ্বান জানান। পরে আন্দোলনকারীরা মিছিল নিয়ে উপাচার্যের বাসভবনের সামনের রাস্তায় অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন। তারা বলছেন, উপাচার্যের পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের

সিনেটের দুজন সদস্য আবুল কালাম আজাদ ও শিহাবউদ্দিন খান আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বক্তব্য রাখেন। ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সোহেল রানা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মনোয়ার হোসেন তুহিন, সদস্য অধ্যাপক মাহবুব কবির ও সদস্য সাঈদ ফেরদৌস শিক্ষক সমিতির পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন।

হামলার আগের দিন ৪ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে আন্দোলনকারীরা উপাচার্য ফারজানা ইসলামের বাসভবন অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। বেলা দেড়টার দিকে ছাত্রলীগ ও উপাচার্যের সমর্থক শিক্ষকদের নিয়ে উপাচার্য ফারজানা ইসলাম বাসা থেকে বের হয়ে প্রশাসনিক ভবনে তার কার্যালয়ে যান। নতুন প্রশাসনিক ভবনের কাউন্সিলর কক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য ফারজানা ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগকে ধন্যবাদ জানান। ভিসি বলেন, ‘আন্দোলনকারীরা তিন মাস ধরে বিভিন্নভাবে বাধা দিচ্ছে। কোন প্রমাণ ছাড়াই একটি মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে আমাকে অসম্মান ও অপদস্ত করছে। আজকে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এ সংকটের মোকাবিলা করেছে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। এ জন্য আমি আমার সহকর্মী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সব ছাত্রছাত্রী, বিশেষ করে ছাত্রলীগের প্রতি কৃতজ্ঞ।’ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি জুয়েল রানা আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার কথা অস্বীকার করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর আ স ম ফিরোজ উল হাসান বলেছেন, ঠিক হামলা নয়, ছাত্রলীগ মিছিল করতে গেলে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তাদের কথা-কাটাকাটি, ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছে।

৫ নভেম্বর আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগের বর্বর হামলার পরে ৬ তারিখ বুধবারও ভিসির অপসারণ দাবিতে দফায় দফায় বিক্ষোভ, সংহতি সমাবেশ ও উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন আন্দোলনকারীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার জন্য উপাচার্যের বাসভবনের সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। বুধবার সকাল ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলা ভবনসংলগ্ন মুরাদ চত্বরের সামনে জড়ো হন আন্দোলনকারীরা। এ সময় প্রশাসনিক ভবন এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসে আন্দোলনকারীরা প্রবেশ করতে চাইলে আন্দোলনকারীরা বাধা দেয়। ফলে ঐদিনও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ থাকে। সাড়ে ১০টার দিকে মুরাদ চত্বর থেকে আন্দোলনকারীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। এরপর পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের সামনে সংহতি সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তানজিম উদ্দিন খান তার বক্তব্যে বলেন, ‘আমি আমার দায়িত্ববোধ থেকে এখানে এসেছি দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। এটা শুধু জাহাঙ্গীরনগরের আন্দোলন নয়, এটা সবার বিশ্ববিদ্যালয় বাঁচানোর আন্দোলন।’ সমাবেশে

অধ্যপক আনু মুহাম্মদ বলেন, ‘হল খালি করে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান হবে না। উপাচার্যকে গদিছাড়া করাই একমাত্র সমাধান। সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে শিক্ষার্থীদের পেটানোর পর উপাচার্যের নৈতিকতার পূর্ণ অবক্ষয় হয়েছে। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও এর বিচার হয়নি। জাবির শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর হেলমেট বাহিনীর হামলা তারই ফসল।’ সাবেক প্রক্টর তপন কুমার সাহা বলেন, ‘৪ বছর প্রক্টরের দায়িত্ব পালনকালে কখনও তো কোনও বিশেষ ছাত্র সংগঠনকে নামানোর প্রয়োজন হয়নি। ভিসির বিরুদ্ধে শুধু তদন্ত নয় বরং তাকে বিচারের মুখোমুখি হতেই হবে।’ বিকেলে পুনরায় বিক্ষোভ মিছিল করে উপাচার্যের বাসার সামনে আন্দোলনকারীরা অবস্থান নেয়।

বিভিন্ন কলাকৌশলের মাধ্যমে আন্দোলন দমন করার চেষ্টা ব্যর্থ করে ৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবারও তা অব্যাহত থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো বন্ধ। আশপাশের খাবারের দোকানগুলোতে তালা। দুপুর ১টার দিকে শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিলের স্লোগান ছিল- ‘দুর্নীতিবাজের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও গুঁড়িয়ে দাও, আওয়ার ক্যাম্পাস আওয়ার রাইট, সেভ দ্য ক্যাম্পাস, জয়েন দ্য ফাইট। সন্ধ্যায় উপাচার্যের বাসভবনসংলগ্ন সড়কে প্রতিবাদী সংগীত শুরু হয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে। ঐদিন নিজ কার্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘ভিসিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

প্রমাণ করতে না পারলে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

বন্ধ ক্যাম্পসে নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের অপসারণের দাবিতে ৮ নভেম্বর শুক্রবার ছুটির দিনেও শিক্ষার্থীরা আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। জাবির চলমান উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে উপাচার্য ও তার পরিবারের দুর্নীতির সংশ্লিষ্টতার তথ্য-উপাত্ত আন্দোলনকারীরা প্রস্তুত করেছেন বলে জানান দেন। সেসব তথ্য ঐদিন ই-মেইলের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে পাঠিয়ে দেয়ার ঘোষণাও দেয়া হয়। একই সঙ্গে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধিদল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে গিয়ে সেসব তথ্য-উপাত্তের হার্ডকপি জমা দেবেন। একইদিন (৮/১১/১৯) রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে 'জাবি উপাচার্য ফারজানা ইসলামের অপসারণ ও শাস্তি চাই' ব্যানারে আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তারা বলেন, 'ভিসির দুর্নীতির প্রমাণ করা শিক্ষার্থীদের কাজ নয়। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন রয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় রয়েছে। এটি তাদের দায়িত্ব। ছাত্রলীগের দুই নেতা যে ভিসির কাছ থেকে বড় অঙ্কের অর্থ নিয়েছেন, সেটাই দুর্নীতির বড় প্রমাণ। এ জন্য ওই দুই নেতা তাদের পদও হারিয়েছেন।'

সমাবেশে জাবির অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. আনু মুহাম্মদ সভায় বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী

বলেছেন, অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারলে অভিযোগকারীদের শাস্তি দেয়া হবে।' কিন্তু অভিযোগকারী তো ছাত্রলীগের নেতারাই। যদি শাস্তি দিতে হয়, তাহলে ছাত্রলীগের নেতাদের দিতে হবে। ছাত্রলীগের নেতারা যখন অভিযোগ করেন, কেবল তখনই জনগণ জানতে পারেন এখানে বড় ধরনের একটি দুর্নীতি হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দাবি জানিয়েছিলাম দুর্নীতি তদন্ত করা হোক। আমি নিজেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে লিখিতভাবে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু তা তদন্ত করা হয়নি। ভিসি যদি মনেই করেন তিনি দুর্নীতি করেননি, তাহলে তদন্ত কমিটি করতে তার অসুবিধা কোথায়? সরকার ইচ্ছা করলে তদন্ত কমিটি তখনই গঠন করতে পারত। তাহলে ভিসি-বিরোধী আন্দোলন এ পর্যন্ত আসত না। ৮ নভেম্বর আন্দোলনকারীরা পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী জাবির প্রশাসনিক ভবনের সামনে পট চিত্রাঙ্কন শুরু করেন। শিক্ষার্থীরা বলেছেন, চিত্রের মাধ্যমে অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদের ভাষা প্রকাশ করেছেন। উপাচার্য অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে চলমান আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক রকিবুল হক রনি বলেন, নৈতিক স্খলন ও দুর্নীতির দায়ে অভিযোগ উপাচার্য অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে।

উপাচার্য ও তার পরিবারের দুর্নীতির সংশ্লিষ্টতার তথ্য-উপাত্তের মধ্যে রয়েছে উপাচার্যের টেক কমিটি গঠন, চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের প্রথম

ধাপে ছয়টি হলের দরপত্র বিক্রির সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের দ্বারা দরপত্রের শিডিউল ছিনতাই, উপাচার্যের ব্যক্তিগত সচিব সানোয়ার হোসেনের বিভিন্ন দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, ছাত্রলীগের টাকা ভাগ-বাটোয়ারা, উপাচার্যের স্বামীর পিএইচডিতে নিয়মবহির্ভূতভাবে ভর্তি, স্কলারশিপ প্রদান ও ডিগ্রি প্রদান করাসহ উপাচার্যের বর্তমান ও অতীতের বেশ কিছু অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি। আন্দোলনকারীরা বিকেল ৪টার দিকে ৬০ গজ লম্বা দুর্নীতিবিরোধী ব্যাঙ্গাত্মক চিত্র সম্বলিত ক্যানভাস নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রদক্ষিণ করেন। এ সময় ছাত্র ইউনিয়নের বিশ্ববিদ্যালয় সংসদের সভাপতি নজির আমিন চৌধুরী বলেন, উপাচার্য ফারজানা ইসলামের অন্যায়, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, আন্দোলনকারীদের ওপর হামলাসহ সব অনিয়ম ব্যাঙ্গাত্মক চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এদিকে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা হলের আন্দোলনরত ছাত্রীরা তাদের হল খুলে দেয়ার দাবিতে ৮ নভেম্বর রাতে গেটের সামনে অবস্থান শুরু করেছেন। ৮ নভেম্বর চতুর্থ দিনের মতো উপাচার্যের বাসভবনের সামনে পুলিশের পাহারা বজায় ছিল। ওইদিনও ভিসি তার বাসভবন থেকে বের হননি। এ বিষয়ে জাহাঙ্গীরনগর সাংস্কৃতিক জোটের সাবেক সহ-সভাপতি মুশফিক-উস-সালেহীন বলেন, আন্দোলন দমন করতে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের হল থেকে প্রশাসন

করে করে দিয়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীরা দুর্নীতির প্রতিবাদে সব সময়ই সরব ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জাবির উপাচার্যবিরোধী আন্দোলন ৯ নভেম্বর শনিবারও অব্যাহত রয়েছে। আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে আঁকা পটচিত্র নিয়ে ক্যাম্পাসের সামনে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ঐদিন বিক্ষোভ মিছিল করেন। ঐদিন শ্রমিক লীগের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, ‘উসকানি দিয়ে ছাত্রদের বিপথে নেয়া তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা কখনও কেউ মেনে নিতে পারে না। ’ একইদিন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, আন্দোলনের নামে অস্থিরতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি প্রশ্ন করেন, জাবিতে যেখানে উন্নয়ন কাজের টাকাই ছাড় দেয়া হয়নি, সেখানে দুর্নীতির প্রশ্ন কীভাবে আসে? উপমন্ত্রী বলেন, তদন্তের আবেদনের আগেই যারা আন্দোলনের নামে পরিস্থিতি ঘোলাটে করেছে, তাদের বিরুদ্ধেও তদন্ত হওয়া উচিত। ঐদিন রাত ৮টায় সংবাদ সম্মেলন করে উপমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকারী শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক খন্দকার হাসান মাহমুদ সাংবাদিকদের বলেন, ‘অর্থ যদি ছাড় না হয়

তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এরই মধ্যে ক্লাস চলছিল কীভাবে? টাকা ছাড়ের সঙ্গে দুর্নীতির কোন সম্পর্ক নেই। দুর্নীতির সম্পর্ক ঠিকাদার ও প্রশাসনের সঙ্গে। তাছাড়া দুর্নীতির জন্য টাকা ছাড়ের প্রয়োজন হয় না।' আন্দোলনকারীরা ৮ নভেম্বর শিক্ষামন্ত্রীর একান্ত সচিবের কাছে উপাচার্যের দুর্নীতির বিষয়ে তথ্য-প্রমাণ জমা দিয়েছেন।

সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে বক্তব্য দেয়ার পর আন্দোলনকারীরা ভিসির দুর্নীতির ব্যাপারে আরো সোচ্চার হয়ে উঠেছে। ৭ নভেম্বর দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর-এর মুখপাত্র ও সমন্বয়ক অধ্যাপক রায়হান রাইন গণমাধ্যমকে বলেন, 'উপাচার্যের দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করতে প্রাথমিক প্রমাণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। বিশেষ করে টাকা ভাগ-বাটোয়ারার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন, গণমাধ্যমে তাদের বক্তব্য এসেছে। এছাড়া বিভিন্ন গণমাধ্যমে যেসব তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অর্থ কেলঙ্কারির সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো প্রাথমিক তদন্তের জন্য যথেষ্ট।' জাবি শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি হামজা রহমান একইদিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাসের সঙ্গে খেলা করছে। আমরা বারবার বলে আসছি- আর্থিক কেলেঙ্কারির সত্যতা রয়েছে। স্বয়ং উপাচার্য, তার স্বামী ও ছেলে আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে জড়িত।' এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি নিয়ামুল হাসান ও যুগ্ম সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন

গণমাধ্যমের সামনে ‘ঈদ সালামি’ হিসেবে ২৫ লাখ টাকা পাওয়ার কথা স্বীকার করেন। তিনি এ আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে উপাচার্য, তার স্বামী ও ছেলের সংশ্লিষ্টতার কথা দাবি করেন। এছাড়া শাখা ছাত্রলীগের কোন নেতা কত টাকা ভাগ পেয়েছেন, তাও উল্লেখ করেন তারা। যদিও উপাচার্য ফারজানা ইসলাম বলেছেন, ‘এসব অভিযোগ ভিত্তিহীন।’ ১৪ সেপ্টেম্বর ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্ব-স্ব পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম প্রকাশ্যে অভিযোগ করেন যে, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকার প্রকল্প থেকে ৪ থেকে ৬ শতাংশ চাঁদা দাবি করেছিলেন। এসব তথ্য একটি জাতীয় দৈনিকে ৮ নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। ১০ নভেম্বর দৈনিক সংবাদে একজন কলামিস্ট লিখেছেন, জাবির ভিসি যে এক কোটি ষাট লাখ টাকা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ শাখার কাছে হস্তান্তর করেছেন, সেটা তো ছাত্রলীগ নেতারাই গলা উঁচু করে সাংবাদিকদের বলেছেন। সেসবের ভিডিও গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে।

ছাত্রলীগের হামলা, সন্ত্রাসী ও গুণ্ডামিকে ভিসির গণঅভ্যুত্থান বলা নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হয়েছে।... জাবির উপাচার্য একটি পেটোয়া বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মেরে যারা আহত করেছে- তাদের তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এরপর তিনি জাবির উপাচার্য থাকেন কীভাবে, সেটা ভেবে আমরা

বিস্মিত হই। তাকে বরং ছাত্রলীগের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের পদেই মানায়। যে ব্যক্তি ছাত্রলীগের সঙ্গে চাঁদার টাকা ভাগাভাগি করেন, তার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না। ... জাবির উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নিজের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোই ভিসির পক্ষে শোভন কাজ। ... আমরা আশা করব, জাবিতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে প্রধানমন্ত্রী দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন।'

পৃথিবীর সব মানুষই ক্ষমতাকে ভালোবাসে। কেউ স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছাড়তে চায় না। এর জন্যই সমগ্র বিশ্বে মহাত্মা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা ও মাহাথির মোহাম্মদদের সংখ্যা খুব কম। ব্রিটেন ও গণতান্ত্রিক দেশে মন্ত্রী বা পদস্থ কারো বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থেই তারা স্বেচ্ছায় পদ ছেড়ে দেন। জাবিতে প্রায় তিন মাস ধরেই অচলাবস্থা চলছে। এখন ভর্তি মৌসুম। সব বিশ্ববিদ্যালয়েরই ভর্তি কার্যক্রম চলছে। জাবিসহ আর কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই অচলাবস্থা চলতে দেয়া যায় না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অচলাবস্থা নিরসনে যা যা দরকার, তা-ই করবেন বলে সবার প্রত্যাশা। আর একটি কথা বিনয়ের সঙ্গে চলতে চাই, সর্বোচ্চ মহল থেকে যদি হুমকির ভাষা আসে, তাহলে সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়? ভিসি স্বেচ্ছায় সরে গেলেই ভালো হতো। কিন্তু সেই লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় ভিসিকে অব্যাহতি দেয়াটাই হবে অন্যতম করণীয়। এমতাবস্থায় জাবির অচলাবস্থা নিরসনে সরকার

কি পদক্ষেপ নেয়, তা দেখার জন্য আমাদেরকে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।
১১ নভেম্বর ২০১৯

[লেখক : মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে গবেষক; সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলাবার্তা]
bandhu.ch77@yahoo.com